দৈনিক খবর

তারিখ 24 JAN 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

২
০৩

# শিক্ষকতা পেশায় বৈষম্য— এ লজ্জা কার?

○ প্রিন্সিপাল এ কে এম শহীদুল্লাহ ○

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে ১৭ হাজার ৭৪৬টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মধ্যে ১৭ হাজার ২০৩টি বেসরকারী, বাকী ৫৪৩টি সরকারীভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মোট ৫০ লাখ ১৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪৫ লাখ ১০ হাজার লেখাপড়া করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বাকী মাত্র ৫ লাখ ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে সরকারী পর্যায়ে। মোট ২ লাখ ৫৭ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে ২ লাখ ৩৯ হাজার কর্মরত রয়েছেন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বাকী ১৮ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন সরকারী পর্যায়ে। সংখ্যাগত দিক থেকে শতকরা ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বাকী মাত্র শতকরা ১০ জন পড়াশোনা করছে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত দেশের সিংহভাগ শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণই বহন করে চলেছেন।

শিক্ষার দায়িত্ব মূলতঃ কার? --এ নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমল থেকে যে অন্যায় ও অযৌক্তিক বৈষম্য শত শত বছর ধরে বিরাজমান ছিল তা নিরসন করে এক ও অভিন্ন গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়ার সরকার সর্বপ্রথম বেসরকারী শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করে বেতন বাবদ সরকারী অংশ হিসেবে শতকরা ৫০ ভাগ বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কার্যকর করেন, যার ধারাবাহিকতা ১৯৯১ সালের জুন পর্যন্ত গত ১২ বছর যাবৎ বিগত ৫টি সরকারের আমলে শুধু রক্ষিতই হয়নি বরং বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেলে সরকারী অংশের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে ৫০ ভাগ থেকে ৭০ ভাগে উন্নীত করা হয়। অবশ্য এতে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে জাতীয় বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক স্তরের একটি সামঞ্জস্য সাধিত হলেও বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, টাইম স্কেল, বাড়ী ভাড়া, উৎসব ভাতা, পেনশন, গ্রাচুয়িটি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যে বিরাট বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সরকার ১৯৯১ সালের ১লা জুলাই থেকে বেসরকারী শিক্ষকদের বাদ দিয়েই সরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর করেছেন। ফলে ১২ বছর পূর্বে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেলের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা বা ভারসাম্য নষ্ট হয়ে কি ধরনের অযৌক্তিক অমানবিক বৈষম্য পুনরায় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছে ২/১টি উদাহরণের মাধ্যমেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

নতুন জাতীয় বেতন স্কেল সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকর করার ফলে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী অর্থাৎ একজন পিয়নের বেতন স্কেল উন্নীত হয়েছে ৯০০/- টাকায়, অপরদিকে বেসরকারী স্কুলের একজন শিক্ষকের বেতন স্কেল রয়ে গেছে ৮০০/- টাকায়, একজন সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কেল উন্নীত হয়েছে ৪,৮০০/- টাকায়, অন্যদিকে একজন বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের বেতন স্কেল রয়ে গেছে ৪,২০০/- টাকায়।

চলতি অর্থবছরের অর্ধেকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর করার ব্যাপারে সরকার এখনও পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা প্রদান করেননি। অপরদিকে শিক্ষা মন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বিগত দু'সপ্তাহ যাবৎ এ বিষয়ে একটির পর একটি অস্পষ্ট, অপূর্ণাঙ্গ ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়ে চলেছেন। ৩রা জানুয়ারী '৯২ তেজগাঁও কলেজে এক শিক্ষক সমাবেশে শিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, 'সরকার ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে বেসরকারী শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' আবার ১৪ই জানুয়ারী তারিখে জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'বেসরকারী শিক্ষকদের নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নেই।' পরদিন অর্থাৎ ১৫ই জানুয়ারী জাতীয় সংসদে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী একটি মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাবের জবাবে বলেছেন, 'সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করা হবে।' আবার তিনিই গত সোমবার একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদকের সাথে (বাংলার বাণী) সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বেসরকারী শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।' ইচ্ছা করলে সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুদান বন্ধ করে দিতে পারেন। অবশ্য এ ব্যাপারে সরকার এখনও পর্যন্ত কোন অফিস আদেশ (জিও) প্রেস স্টেটমেন্ট বা হ্যান্ড আউট প্রকাশ করেননি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীদ্বয়ের উল্লেখিত বক্তব্য সরকারের প্রকৃত ভাষ্য কি-না তাও জানা যায়নি। ফলে বিষয়টির উপর বিভ্রান্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এ কথা হয়তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান হাজারো সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে বা এখনই সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলের অন্যায় ও অযৌক্তিক বৈষম্য দূর করে এক ও অভিন্ন গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা কায়েমের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে শহীদ জিয়ার সরকার ১৯৭৯ সালে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের এক ও অভিন্ন বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করে যে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে কার্যকর করেছিলেন, যা বিগত ১২ বছর যাবৎ ধারাবাহিকভাবে সামরিক সরকার এবং তার পরবর্তী সরকার এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও কার্যকর করেছেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার উত্তরসূরি বর্তমান সরকার বেসরকারী শিক্ষকগণকে নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত না করে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষককে সরকারী স্কুলের পিয়ন-দারোয়ানের স্কেলের নীচে এবং বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষগণকে সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের স্কেলের নীচে ঠেলে দেবেন-- শিক্ষক সমাজ তথা দেশবাসী অবশ্যই তা আশা করে না।

দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই বিষয়টির উপর সরকার তথা প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত এবং আশু হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।